ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৬/০৩/২০১৭ ।।

সমবায় দপ্তরে এস পি আই ও এস এ পি আই ও নিযুক্ত

আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন অফিসের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা এস পি আই ও এবং স্টেট এসিস্টেন্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা এস এ পি আই ও নিযুক্ত করা হয়েছে । ডি আর সি এস, গোমতী জেলা, উদয়পুর অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে সি ও বিমল কান্তি দাসকে। তাঁর ঠিকানা হলো অফিস অফ দি ডি আর সি এস, গোমতী জেলা, উদয়পুর । এস এ পি আই ও করা হয়েছে কো-অপারিটিভ ইন্সপেক্টর রবীন্দ্র দেবনাথকে । তার ঠিকানা হলো ডি আর সি এস অফিস, গোমতী জেলা ।

ডি আর সি এস, ঊনকোটি জেলা, কৈলাসহর অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ও রণজিত কুমার রিয়াং । তাঁর ঠিকানা হলো ডি আর সি এস অফিস, ঊনকোটি জেলা । এই অফিসেরই এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর রাজীব পাল । ডি আর সি এস খোয়াই জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন বুদ্ধি দেববর্মা । এই অফিসেরই এস এ পি আই ও হয়েছেন অডিটর(কো-অপারেটিভ) বিষ্ণু দেববর্মা । ডি আর সি এস(ধলাই) আমবাসা অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে সি ও মঙ্গল দেববর্মাকে । তাঁর ঠিকানা হলো ডি আর সি এস, ধলাই অফিস । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর রমেন্দ্র দেববর্মা । ডি আর সি এস, উত্তর ত্রিপুরা জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ও অনুপম দত্ত । তার অফিসের ঠিকানা হলো ডি আর সি এস, উত্তর ত্রিপুরা জেলা, ধর্মনগর। এই অফিসেরই এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর অজয় দেববর্মা ।

এ আর সি এস, বিশালগড় অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ও বনানী দেববর্মা । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, বিশালগড় । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর দুলাল চন্দ্র দেব । এ আর সি এস শান্তিরবাজার অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ও বিষ্ণুপদ রায় । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, শান্তিরবাজার । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন সি ও সগেন্দ্র রিয়াং । এ আর সি এস, তেলিয়ামুড়া অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ও নান্টুলাল দাস । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, তেলিয়ামুড়া । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর কৃষ্ণপদ পাল । এ আর সি এস কাঞ্চনপুর অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন এ আর সি এস মৃণাল দেববর্মা । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, কাঞ্চনপুর । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন করুণারঞ্জন চাকমা। এ আর সি এস সাব্রুম অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে সি ও মিমো মগকে । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, সাব্রুম । এই অফিসেরই এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর সঞ্জিত দেববর্মা । এ আর সি এস অমরপুর অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে সি ও কুমুদ দেববর্মাকে । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, অমরপুর । এই অফিসেরই এস এ পি আই ও করা হয়েছে কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর সুরজ দেববর্মাকে । গন্ডাছড়া এ আর সি এস অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে অডিটর (কো-অপারেটিভ) রতিমোহন ত্রিপুরাকে । তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস গন্ডাছড়া । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন অডিটর (কো-অপারেটিভ) সুশীল মল্লিক । কমলপুর এ আর সি এস অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ও (এ আর সি এস ইনচার্জ) কালিদাস ঘোষ। তাঁর অফিসের ঠিকানা হলো এ আর সি এস অফিস, কমলপুর । এই অফিসের এস এ পি আই ও হয়েছেন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর প্রদীপ দাস । সমবায় দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।

করবুকে বসন্ত উৎসব ১৮ মার্চ

করবুক, ১৫ মার্চ ।। করবুক মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং চেলাগাঙ সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে চেলাগাঙস্থিত চৌলাকাহাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগামী ১৮ মার্চ বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । ঐ দিন বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে । এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি করবুক বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান তরেন্দ্র রিয়াং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

করবুকে মাশরুম চাষের কর্মশালা

করবুক, ১৫ মার্চ ।। ইউনাইটেড রুর‍্যাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-এর উদ্যোগে এবং গোমতী জেলা প্রশাসনের সহায়তায় করবুকে মাশরুম চাষের উপর পাঁচ দিনের কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হয়েছে । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করবুক বি এ সির চেয়ারম্যান তরেন্দ্র রিয়াং, জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সহ অধিকর্তা মৌসুমী রিয়াং, রুর‍্যাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইন্সটইটিউটের অধিকর্তা নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ। কর্মশালায় মহকুমা এলাকার ৯৯ জন বেকার যুবক ও যুবতীদের হাতে কলমে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাশরুম চাষীরা প্রশিক্ষণার্থীদের কিভাবে মাশরুম চাষের মাধ্যমে লাভজনক হওয়া যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন । প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় ।

৮ম আমবাসা বইমেলা ৯ এপ্রিল থেকে

আমবাসা, ১৫ মার্চ ।। আমবাসা পুর পরিষদের উদ্যোগে ৫ দিন ব্যাপী ৮ম আমবাসা বইমেলা স্থানীয় চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে আগামী ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে । বইমেলাকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি পুর পরিষদের সভাগৃহে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভা থেকে আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিককে চেয়ারম্যান এবং আমবাসা মহকুমা শাসক মুক্তিপদ পালকে আহ্বায়ক করে ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রস্তুতি কমিটি, একটি উপদেষ্টা কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয় ।

This document was created using SmartPDFConverter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

সংস্কৃতি ও খেলাধূলা ব্যতীত কোনো শিক্ষার বৃত্ত-ই সম্পূর্ণ হতে পারেনা - মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। সংস্কৃতি ও খেলাধূলা ব্যতীত কোনো শিক্ষার বৃত্ত-ই সম্পূর্ণ হতে পারে না । নাটক এরকমই একটি বিষয়, যাতে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণগুলিই উপস্থিত থাকে । আজ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আয়োজিত ১৩তম শিশু নাট্য উৎসব গুঞ্জশনেবচপনঞ্চ-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । তিনি আরও বলেন, শিশুরা হচ্ছে যেকোনো দেশেরই ভবিষ্যত । তাদের সংস্কৃতিবোধ ও মানবিকবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য । কিন্তু বর্তমানে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? আমরা অধিকাংশই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি । সমাজের ভালো চিন্তা ভাবনা করার সময়ই পাই না । বর্তমানে অভিভাবকরা শিশুদের ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার করে গড়ে তোলার জন্য পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার ইঁদুর দৌড়ে নামিয়ে দিচ্ছে । অভিভাবকরা শিশুদের নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে । শিশুরা হচ্ছে দেশের বা সমাজের সম্পদ । তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ । সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল শিশুদের মানবিকসম্পন্ন ও দেশাত্ববোধে জাগ্রত করে গড়ে তোলা । সেক্ষেত্রে নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাটক হচ্ছে ইতিহাসের ধারক ও বাহক। নাটকের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত করা যায় । দেশের সুস্থ সংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে নাটক একটি অন্যতম হাতিয়ার । কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে হচ্ছেটা কি ? ধর্মের নামে, জাতের নামে দেশের সম্প্রীতি ঐক্যকে বিনষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে । কে কি বলবে, কি লিখবে এই ব্যাপারে কারোর কোনো স্বাধীনতাই এখন নেই । তাই আমাদের শিশুদের বিভিন্ন সদগুণ সম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, ত্রিপুরা-র ক্যাম্প ডিরেক্টার বিজয় কুমার সিং বলেন, আটদিন ব্যাপী এই শিশু নাট্য উৎসবে ত্রিপুরাসহ মণিপুর, আসাম, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, মুম্বাই ও মহারাষ্ট্রের নাট্যদল অংশ গ্রহণ করেছে । এছাড়াও শিশু নাট্য উৎসবে নাট্যাভিনয়ের উপর আলোচনাসভার আয়োজন করা হবে ।

রাজ্যে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের ৭৭২ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেবার কাজ শেষ ঃ বাদল চৌধুরী

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে রাজ্যের মোট ৮৬২.৯২ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেবার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে । এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭৭২.৫৫৯ কিলোমিটার বেড়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে । অবশিষ্ট ৯০.৩৬৫ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেবার কাজ চলেছে, - আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বিশ্ববন্ধু সেনের আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের জবাবে রাজস্বমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন । তিনি জানান, এখন উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১৩.২৮৬ কিলোমিটার, ঊনকোটি জেলার ১,১৩৬ কিলোমিটার, ধলাই জেলার ৫১,৬৭০ কিলোমিটার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ০.৫০০ কিলোমিটার, খোয়াই জেলার ০.৭৪৪ কিলোমিটার, সিপাহীজলা জেলার ৭,২০৫ কিলোমিটার, গোমতী জেলার ৫,৯২৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৯,৮৭৩ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেয়ার কাজ চলেছে ।

রাজস্বমন্ত্রী জানান, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেবার ফলে ৮৭৩০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । এরমধ্যে ৪৫৩৩টি পরিবার বেড়ার বাইরে ছিলেন। এখন পর্যন্ত মোট ৮৫৭৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। সিপাহীজলা জেলায় অবশিষ্ট ১৫৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেবার কাজ চলছে ।

আগরতলা পুর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান তৈরী হচ্ছে ঃ নগর উন্নয়নমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। আগরতলা পুর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান তৈরী করার প্রক্রিয়া চলছে । নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন । এ বিষয়ে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী আরও জানান, মাস্টার প্ল্যান তৈরী হওয়ার পর পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে অর্থের সংস্থান পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে । নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, আগরতলা শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনা নিয়েই কাজ হচ্ছে । রাস্তাঘাট, বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে ।

অন্যদিকে আগরতলা শহরের ময়লা -আবর্জনা পরিস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধায়ক শ্রীরায়ের অপর প্রশ্নের উত্তরে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে জানান, আগরতলা শহরের আবর্জনা পরিস্কার করার জন্য ৩৬টি ছোট গাড়ী ও ৪৬টি বড়গাড়ী কাজ করে থাকে । বর্তমানে আগরতলা শহরের ময়লা আবর্জনা দেবেন্দ্র চন্দ্র নগরস্থিত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টে ফেলা হচ্ছে । আগরতলা শহরের বটতলা, গোলবাজার ও লেইক চৌমুহনী বাজারের ময়লা পরিস্কারের জন্য গাড়ীগুলির নির্দিষ্ট সময় আছে বলে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানিয়েছেন ।

ধর্মনগরে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ১৫ মার্চ ।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মনগর মহকুমা ভিত্তিক বসন্ত উৎসব ১২ মার্চ শিশু বিজ্ঞান উদ্যানের মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় । মহকুমা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সম্পাদক কানাইলাল দত্ত এই উৎসবের সূচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য । স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিস নাথ । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ ও ছাত্রছাত্রীরা । অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহর এলাকা পরিক্রমা করে ।

সাইদাছড়া ভিলেজে রাজ্য ভিত্তিক মসক সুরমানি উৎসব ২৪ মার্চ

কুমারঘাট, ১৫ মার্চ ।। কুমারঘাট ব্লকের সাইদাছড়া এ ডি সি ভিলেজের চন্দ্রমনিপাড়া জে বি স্কুল প্রাঙ্গণে আগামী ২৪ মার্চ রাজ্য ভিত্তিক মসক সুরমানি উৎসব আয়োজিত হবে । এ ডি সির তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য এই উৎসবকে সার্বিকভাবে সফল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ব্লক এলাকার রাজকান্দি ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে কুমারঘাট বি এ সির চেয়ারম্যান চন্দ্রমণি দেববর্মার সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় এ ডি সির তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং ছাড়াও এম ডি সি বাদরভূম হালাম, রাজকান্দি সাব জোনালের চেয়ারম্যান নিতাই দেববর্মা, উত্তর জোনালের আধিকারিক অসীম বিকাশ ধর, বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন । সভা থেকে উৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কুমারঘাট বি এ সির চেয়ারম্যান চন্দ্রমণি দেববর্মাকে চেয়ারম্যান করে একটি মূল কমিটি এবং বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয় ।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার নিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। দারিদ্রের কারণে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা নিতে না পারার জন্য যারা ভাল নম্বর জোগাড় করতে পারেনি তারাও যেন চাকরি পায় তার জন্যই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজ্য সরকার নিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছে । আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য পেশ করা বাজেটের উপর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন । আলোচনার পর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ২২টি ছাঁটাই প্রস্তাব ধ্বনী ভোটে বাতিল হয়ে যায় এবং ৩১টি ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পাশ হয় ।

বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে কৃষি মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, বিদ্যুৎমন্ত্রী মানিক দে, কারামন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং আলোচনায় অংশ নেন । ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, আমাদের রাজ্যে অপরাধের ঘটনায় সাজার হার প্রত্যাশা অনুযায়ী নয় । এটা ঘটনা । তবে গত তিন বছরে কনভিকশন রেইট ২৮ থেকে ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই । সাজার হার আরও বাড়াতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি এস আর, হোমগার্ড, এস পি ও দের রেশন ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে । আমরা সবাই মিলে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে অর্থের সংস্থান করতে পারলে ভাতার পরিমাণ বাড়ানো যেতো । কিন্তু এটাতো হলোনা । অর্থের সংস্থান হলে নিশ্চই ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে রাজ্যে সরকারি চাকরি পাওয়ার কোনও নীতি ছিলনা । ১৯৭৮ সালের পর সরকার নিয়োগ নীতি তৈরী করে এবং রাজ্যের মানুষ তা গ্রহণ করে । তাতে মেরিট, নিডি এবং সিনিয়রিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । শুধু নম্বরের উপর চাকরি হলে শহর শহরতলীর কিছু বেকাররাই শুধু চাকরি পাবে । এখানে অনেক আগে থেকেই ভাল স্কুল আছে । গ্রামেতো এতো ভাল স্কুল ছিলনা । ত্রিপুরার যে দূরতম এলাকা, সীমান্ত এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, গরিব এলাকা সেখানেতো স্কুলই ছিলনা । ঐ সব এলাকার ছেলে-মেয়েদের ভাল নম্বর পাওয়া কঠিন । শুধু মেরিটের উপর চাকরি ছেড়ে দিলে দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, জুমিয়াদের ছেলে-মেয়েরা কোনদিনই চাকরি পাবেনা । তাই রাজ্য সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছে ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে কৃষি, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন । তিনি বলেন, রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে । উপজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর । ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে পরিবহণ ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, শুধুমাত্র বিরোধিতা করার জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব আনা যুক্তিসঙ্গত নয়। টাউন বাস সার্ভিস শুধুমাত্র আগরতলা শহরের জন্যই নয় । শহর ও শহরতলিতে আরবান ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী ২৮টি রুটে বাস সার্ভিস চালু করেছিল । ১৫১টি বাস চালু রয়েছে । যদিও পরে ৯টি রুটে লাভজনক ভাবে বাস চলছে না বলে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আরবান ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী তাদের আয় থেকে আরও তিনটি বাস ক্রয় করেছে । তিনি বলেন, নগর এলাকায় গৃহ নির্মাণের কাজ একটি পদ্ধতির মধ্যে চলছে । জিও ট্যাগিং করে তা করা হচ্ছে । আগামী বছরের মধ্যে ৪২ হাজার ৮৯৫টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হবে । তিনি বলেন, শহর ও নগর এলাকায় টুয়েপে কাজ করেন গরীব শ্রমজীবী অংশের মানুষ । শহর ও নগর এলাকায় টুয়েপে এবছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ২১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৫৫ শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান হয়েছে । রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে ৮২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । গড়ে ৫৩ দিনের কাজ হয়েছে । বিরোধী সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে শিক্ষা ও আইন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা যুক্তিযুক্ত নয় । তিনি বলেন, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে । নিজ নিজ ভাষায় প্রাথমিক স্তরে যাতে উপজাতি অংশের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা নিতে পারে তার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । গঠন করা হয়েছে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার । তাদের পরামর্শ অনুসারে ভাষা উন্নয়নের কাজ চলছে । তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যাতে আইনী পরিষেবা পেতে পারেন সে জন্য যা প্রয়োজন বাজেটে সেটাই বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তাই ছাঁটাই প্রস্তাব সমর্থন করা যায় না । রাজ্যে জেলা ও মহকুমা আদালতের সংখ্যা বাড়ছে । পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আদিম জাতি কল্যাণমন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং বলেন, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করছে। রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণে শিক্ষা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । চালু করা হয়েছে ১৭৭টি কোচিং সেন্টার । এ সমস্ত কোচিং সেন্টারে ৩২ হাজার ৩৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে । স্বনির্ভর কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে রিয়াং জনগোষ্ঠীর মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

বিরোধী সদস্যরা ২২টি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছিলেন । ছাঁটাই প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশ নেন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা ও বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন ।

আগরতলা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের নক্সা চূড়ান্ত ঃ পরিবহণমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। আগরতলা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের নক্সা চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং এই কাজের জন্য টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । সম্প্রতি নয়াদিল্লীর এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এক পত্রে রাজ্য সরকারকে আগরতলা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ সম্পর্কে সর্বশেষ এই তথ্য জানিয়েছে । আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক সুধন দাস এবং বিধায়ক সমীরণ মালাকারের জনস্বার্থে আনা একটি নোটিশের জবাবে পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে এই তথ্য জানান । তিনি জানান, আগরতলা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৭৬.৭০৩ একর জমি এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আগরতলা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণ ও বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে সহায়তা করার জন্য ৩৮.১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে । এখন পর্যন্ত ১৬৩ পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । পরিবহণ মন্ত্রী জানান, আগরতলার সাথে যাতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিমান চালানো যায় সেজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল । পরিবহণ মন্ত্রী জানান, এবছরের ১৮ জানুয়ারী আগরতলা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ এবং আগরতলা থেকে প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে রোগী নেবার বিষয়ে নয়াদিল্লীতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে জানানো হয়েছে যেহেতু আগরতলা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্পটি একটি বড় মাপের প্রকল্প এবং এর জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ খরচ হবে সেজন্য টেন্ডারিং, ওয়ার্ক অর্ডার ইত্যাদি কার্যকর করার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন । মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন প্রকল্পটির কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় । মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীকে আগরতলা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করার জন্যও অনুরোধ করেছেন ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

আনন্দনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চক্ষু চিকিৎসা শিবির ১৭

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আগামী ১৭ মার্চ চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হবে । শিবিরে চক্ষু রোগীদের চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হবে। এছাড়া চোখ পরীক্ষার পর প্রয়োজন বোধে মাইক্রো সার্জারী পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করা হবে । সংশ্লিষ্ট এলাকার চক্ষু রোগীদের এই শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

বড়মুড়া উৎসব ১৬ মার্চ

তেলিয়ামুড়া, ১৮ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বড়মুড়া উৎসব - ২০১৭ আগামী ১৬ মার্চ তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে । এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সদস্যা প্রতিভা সেন ও সদস্য শিব শম্ভু কলই, তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক । সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বড়মুড়া উৎসবের উদ্বোধন করবেন সমবায় মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া । বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার, মুঙ্গিয়াকামী বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় দেববর্মা, বিধায়ক গৌরী দাস প্রমুখ । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে ।

তেলিয়ামুড়া মহাবিদ্যালয়ে এন এস এস ইউনিট গঠন

খোয়াই, ১৮ মার্চ ।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খাসিয়ামঙ্গলস্থিত তেলিয়ামুড়া মহাবিদ্যালয়ে ১০ মার্চ এন এস এস ইউনিট গঠন করা হয়েছে । এর উদ্বোধন করে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে এন এস এসের ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন । স্বাগত ভাষণ দেন তেলিয়ামুড়া মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার মধুসূধন মুড়াসিং । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমরেশ চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক আশিস ভৌমিক প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কিশোর রায় । অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন । উল্লেখ্য, মহাবিদ্যালয়ে ৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এন এস এস ইউনিট গঠন করা হয়েছে ।

বর্তমানে রাজ্যের মোট ৭.০৯ শতাংশ ভূমিতে রাবার চাষ হচ্ছে

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। রাজ্যের মোট ৭.০৯ শতাংশ ভূমিতে বর্তমানে রাবার চাষ হচ্ছে । বিধায়ক রতনলাল নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী আজ বিধানসভায় এই তথ্য জানান । বিধায়ক শ্রীনাথের এ সম্পর্কিত অপর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে রাবার চাষের ভূমির পরিমাণ ছিল ২৯৯৯.৩৪ হেক্টর, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩৩২২.৬৭ হেক্টর এবং ২০১৬- ২০১৭ অর্থ বছরের (জানুয়ারী ২০১৭ইং পর্যন্ত) রাবার চাষের অন্তর্ভুক্ত ভূমির পরিমাণ ৭৫৮.১৩ হেক্টর । বর্তমানে মোট ৭৪,৩৩৫ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে বলে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন।

বিকল্প রেলপথ নির্মাণে সমীক্ষার জন্য ৪২ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থেকে পেঁচারথল ভায়া কমলপুর, খোয়াই, আগরতলা হয়ে বিলোনীয়ার সাথে রেলপথ নির্মাণের জন্য জমি সমীক্ষার কাজ করার লক্ষ্যে ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছে । দ্রুত সমীক্ষার কাজ শেষ করে উল্লেখিত রুটে রেলপথ নির্মাণে রেলমন্ত্রক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে রাজ্য সরকার আশা করছে । একাজে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে, -আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক অঞ্জন দাস, প্রণব দেববর্মা এবং সমীরণ মালাকারের জনস্বার্থে আনা একটি নোটিশের জবাবে পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে এই কথা বলেন । তিনি বলেন, রাজ্যের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিকল্প রেলপথ - ধর্মনগর থেকে আগরতলা ভায়া কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই, মোহনপুর এলাকাকে নিয়ে তৈরী করার জন্য দাবী উঠেছে । ধর্মনগর হলো উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর দপ্তর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য । ধর্মনগরকে কেন্দ্র করে বিকল্প রেলপথ তৈরী করা হলে ঐ এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে । কৈলাসহর হলো ঊনকোটি জেলার সদর দপ্তর এবং পর্যটনের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি স্থান। কৈলাসহরকে নিয়ে যদি একটি বিকল্প রেলপথ তৈরী করা যায় তা হলে ঐ এলাকায় এবং সন্নিহিত এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে । কমলপুর হলো একটি উল্লেখযোগ্য পুরানো মহকুমা শহর যা ধলাই জেলার মধ্যে পড়েছে। কৃষিতে এই মহকুমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কমলপুরকে কেন্দ্র করে বিকল্প রেলপথ নির্মাণ করা হলে উক্ত এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়ন ঘটবে । পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাতে আটটি জেলার মধ্যে খোয়াই জেলার অধিকাংশ মানুষই কৃষি নির্ভরশীল। জেলা সদর খোয়াইকে কেন্দ্র করে বিকল্প রেলপথ নির্মাণ করা হলে খোয়াই মহকুমাবাসী যেমন উপকৃত হবেন তেমনি আগরতলার সাথে যোগাযোগ আরো নিবিড় হবে । তিনি বলেন, মোহনপুর একসময়ের সদর উত্তরের একটি প্রাচীন ছোট শহর ছিল । বর্তমানে মোহনপুর মহকুমাতে রূপান্তরিত হয়েছে । এটি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অবস্থিত । এটি একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে । মোহনপুরকে কেন্দ্র করে যদি একটি বিকল্প রেলপথ তৈরী করা যায় তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সাথে ঐ এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়ন ঘটবে । তাছাড়াও রাজ্যে অন্যতম পর্যটনের সুবিধাযুক্ত কাঞ্চনপুর মহকুমাসহ অন্যান্য মহকুমা শহরগুলোকে পর্যায়ক্রমে রেলপথ নির্মাণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য রেল দপ্তর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে রাজ্য সরকার আশা করছে ।